ISSN 2394-5656

শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

লালপরি নীলপরি

WBBEN, 11950/25/1/02/TC/493

Year-18, Issue-20, Dec- 2019

নবনীতা দেব সেনের শিশুসাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক

আসরফী খাতুন

• একমুঠো রূপকথা ও নবনীতা দেব সেন ১০১ নির্মাল্য মণ্ডল
• নবনীতা দেব সেনের রূপকথা : নিজস্ব পাঠ ১১৬ হুসনে বানু
• শিশু সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন ১২১ ড. কোহিনুর বেগম
• পরশুরাম ও নবনীতা : গল্পশৈলীর তুলনামূলক বিচারে ১২৮ পীতম ভট্টাচার্য
• নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটদের গল্প: দিক থেকে দিগন্ত ১৪০ সোনা মন্ডল
• ছোটদের জগৎ : নবনীতা দেবসেনের রূপকথা ১৫২ আসরফী খাতুন
• নবনীতা দেব সেনের 'টগরদিদির ডালিমবোন': রূপকথার পরিসরে নারীর শক্তি ও চেতনার উত্তরণ ১৫৭ বাবুর আলী মণ্ডল
• গল্প লেখার কলাকৌশল ও নবনীতার সাহিত্য ১৬৬ মলয় মণ্ডল
• নবনীতা দেব সেনের তিনটি ছোটদের গল্প: সাধারণ বিষয়ে অসাধারণ ভঙ্গীমা ১৭০ ছায়া মণ্ডল
• নবনীতা দেব সেনের নির্বাচিত ছোটোদের গল্প:আলোচনা ও পর্যালোচনা ১৭৪ রত্নমালা নস্কর
• শিশুসাহিত্যিক নবনীতা দেব সেনের ছোটগল্পে শিশু মনস্তত্ত্বের ভাবনার রূপায়ণ ১৮৪ মহুয়া ভট্টাচার্য
• সব ভালো তার শেষ ভালো যার': নবনীতা দেব সেন-এর তিনটি রূপকথা ১৯৫ সুমন পাল
• রূপকথাকার নবনীতা দেব সেন ২০৩ হাবিবা রহমান
• ছোটোদের গল্পে নবনীতা দেবসেন ২১৩ শম্পা হালদার
• নবনীতা দেব সেনের রূপকথা:শিশুর আনন্দলোক-মঙ্গললোক ২২৭ শিবশঙ্কর পাল
• শিশু সাহিত্যে নগরায়ণ ২৩৬ সেক আপতার হোসেন
• নবনীতা দেব সেনের রূপকথা : নারীশক্তির প্রকাশ ২৪০ রাজু লায়েক
• নবনীতা দেব সেনের নির্বাচিত রূপকথা : একটি মূল্যায়ন ২৪৮ ইসমাতারা খাতুন

শিশুসাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন

ড. কোহিনূর বেগম

বিশুদ্ধ আনন্দরস সঞ্চারের জন্য যে স্বপ্নময় রঙিন জগৎ স্রষ্টা-সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন তাই-ই হল শিশুসাহিত্য। এই সাহিত্য পড়ে শিশুরা যেমন আনন্দ পায়, মনের খোরাক পায় তেমনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আনন্দ ও মজা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তারা সহজেই পেয়ে যায় জাগতিক শিক্ষা। বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে পরিবেশ জীবন যেমন পাল্টে যায় তেমনই বদলে যায় সমাজ-সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য। পরিবর্তিত এই সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশু-সাহিত্যও ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। রচনা বিষয় বৈচিত্রের বদলের সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রকরণ, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধারার রচনা এবং নির্মাণ হচ্ছে নতুন নতুন আঙ্গিক। তাই আজকের শিশুসাহিত্য শুধু ছোটোদের আনন্দ দেয় না, তার মাঝে কিভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চেতনা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, বিশ্বজগতের বিশাল ভান্ডারকে জড়ো করে তাদের সামনে হাজির করানো যায়, দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে বোঝানো যায়-তার চেষ্টাও চলেছে। ফলে আজকের শিশুসাহিত্য মননে চেতনায় ঐতিহ্য জাগরিত এক সমৃদ্ধ সাহিত্য ফসল।

বাংলা শিশুসাহিত্যে সেই সমৃদ্ধির নতুন স্রষ্টা সাহিত্যিক হলেন নবনীতা দেব সেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই সাহিত্যিক গল্প বলার কৌশলে শিশু মনকে সহজেই জয় করে নিয়েছেন। কবি দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর সুযোগ্যা কন্যা সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন নিজেই বলেছেন- 'এক কবির গর্ভে আরেক কবির ঔরসে আমার জন্ম। অক্ষরের জগৎটাই যার ভিটে মাটি, ঘর-সংসার, সে আর কবিতা লিখবে না কেন!' এক অর্থে তার লেখা ছোটোদের গল্পগুলিও যেন এক একটি কবিতা। জাদু আয়নার সাহায্যে তিনি অদ্ভুত রূপকথার জগৎ তৈরি করেছেন, যেখানে চেনা জানা ঘরোয়া পরিবেশও রূপকথার জগৎ হয়ে উঠেছে। মানবিক লেখিকা গল্পের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলেছেন এক অনাস্বাদিত সত্য জ্ঞানের জীবনবোধ। অসংখ্য গল্পকথা লিখেছেন তিনি। এপর্যন্ত প্রকাশিত ছোটোদের গল্পগ্রন্থগুলি হল– ১. নবনীতা দেব সেন শুকতারার সেরা গল্প (দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড) ;২. নবনীতা দেবসেন ছোটদের ২৫ টি সেরা গল্প (দীপ প্রকাশনী); ৩. রূপকথা সমগ্র (পত্রভারতী) শিশুসাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের মূল্যায়নে আমরা চারটি গল্পকে বেছে নিয়েছি। এগুলি হল– 'উত্তরকান্ড' 'ঊষসী', 'এক চাষীর তিন মেয়ে' এবং 'ইয়ং সাহেবের গাড়ি'। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই নবনীতা দেবসেনের শিশুমন সমীক্ষার পারদর্শিতা সহজেই বোঝা যাবে।

রামায়ণের কাহিনিকে যেমন তিনি নবরূপ দান করেছেন তেমনি রূপকথার

ইতিমধ্যে উত্তর দেশের এই রাজকুমার উষসী কে বিয়ে করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেছে তবুও তার সংযম সাধনা এগিয়ে গেছে ভাইদের মুক্তির লক্ষ্যে। এরমধ্যে উষসীর একটি ছোট মেয়ে হলো কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধির রানিমা জানালা দিয়ে মেয়েটিকে ফেলে দিলে পরিরানি নেকড়ে সেজে তাকে নিয়ে চলে যায়। অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা কষ্টের পথ অতিক্রম করে, কঠোর সংযম ব্রত পালন করে, উষসী বারো জন ভাইকে বুনোহাঁস থেকে মনুষ্য জীবনে ফিরিয়ে এনেছে।

মানবিক গুণের অধিকারী লেখিকা দুষ্টুবুদ্ধি রানিকে মৃত্যুর শাস্তি দেন নি। বরং 'বহু দূর মরুভূমির প্রান্তে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। কিছুদিন একটু তিনি কষ্ট করুন, তারপর স্বভাব শুধরে যাবে। তখন তিনি ফিরে আসবেন বাড়িতে।' অর্থাৎ রানিকে স্বভাব-শোধরানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। দিদিমা, ঠাকুরমার গল্প বলার ঢঙে গল্প তিনি যেভাবে শুরু করেছেন শেষ করেছেন ঠিক সেই ভাবেই। "আমার কথা ফুরিয়ে গেল, বুনো হাঁসরাও উড়িয়ে গেল যাঃ–"

শারদীয়া শুকতারা ১৪০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নবনীতা দেব সেনের একটি গল্প হল 'এক চাষীর তিন মেয়ে'। গল্পে তিন মেয়ে হল- শশীকলা, শরৎশশী, ও কিরণশশী। সহজ সাবলীল ভাষায় ছোটোদের মন ছুঁয়ে লেখিকা বলেছেন- 'তারা যত বুদ্ধিমতী, ততই কর্মঠ, তেমনি বুঝদার। বাবার সঙ্গে মাঠেও কাজ করে, মার সঙ্গে ঘরেও কাজ করে, আর তিনজনেই গ্রামের পাঠশালাতে সবটা পড়া শেষ করেছে। কিন্তু 'রূপে গুণে স্বভাবে' শিক্ষায় মেয়েগুলির বিবাহের উপযুক্ত পাত্র আশপাশের কোনো গ্রামে ছিল না।

তাই ঝড়ের দেবতার সঙ্গে শশীকলার, ভূমিকম্পের দেবতার সঙ্গে শরৎশশীর এবং বন্যার দেবতার সঙ্গে কিরণশশীর বিবাহ হয়ে গেল। এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অপূর্ব সমন্বয়। পরবর্তী প্রজন্ম নেমে এল পৃথিবীর বুকে ঝঞ্জা-সমীরণ, ভূদেবী-ভূঁইদোল, তরঙ্গ-প্লাবন নাম নিয়ে। গল্প পড়তে পড়তে ছোট্ট মনে দোলা দেয় লেখিকার অভিব্যক্তিতে–" যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে, এবার একটা ন্যাড়া পাহাড়ের পথ আটকে গেল। সন্ধেবেলা কোথায় যাবে? ঐ পাহাড়েরই একটা গুহায় ঢুকে রাত্রের আশ্রয় নিল দুজনে। তখন সেই গুহায় থাকতো এক রাক্ষস"। এভাবেই বলা ও বর্ণনার দক্ষতায় শিশুমনের অন্তহীন কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতির কোপ থেকে কোনো ধর্ম রক্ষা পায় না সেই শিক্ষামূলক ভাবনার অভিব্যক্তিও তিনি গল্পে প্রকাশ করেছেন– " আমি ভূমিকম্পের দেবতা। আমি এসেছি তোমার মেজ মেয়েকে বিয়ে করতে। ভয় কেন পাচ্ছ। আমার তো রকম সকম এই রকমই। বলতে না বলতেই হুড়মুড় করে মন্দিরটি ভেঙেই পড়ল আর মসজিদের দেয়ালটা ফেটে চৌচির।" ছোট্ট ছোট্ট মনে এই ভাবে লেখিকা গল্পের ছলে বোধের জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

গল্পের শেষে চাষী ও চাষী বৌ এর তীর্থ ভ্রমণ পূর্ণ করল তার নাতিনাতনীরা

থামার কোন লক্ষণ নেই কারণ ব্রেকহীন গাড়িটির সবকিছু পরীক্ষা করা হলেও ব্রেক পরীক্ষা করা হয়নি। ড্রাইভার মেজোমামা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– তিনি দূরে লাল পাঁচিলের গায়ে গাড়িটিকে নিয়ে হালকা ধাক্কা দেবেন আর ঝাঁপ দিয়ে প্রত্যেককে লাফিয়ে পড়তে হবে। গাড়িতে বসা গর্বিত সদস্যদের মুখ ও মনের অবস্থা কেমন হতে পারে তা আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, পাঁচিল ভেঙে গাড়ি ঢুকলো আমবাগানে। গাড়ির স্ক্রিন ভেঙে চুরমার হলেও ভিতরের প্যাসেঞ্জাররা সবাই অক্ষত ছিল। কৌতুকমিশ্রিত এই গল্পে মেজোমামার লজিকটি ছিল– 'গাড়িটা ঠিকঠাক থামবে কিনা, এটা তো দেখা উদ্দেশ্য ছিল না'।

এখানে বোঝা যায় লেখিকা ছোটদের মননে কিভাবে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ইয়াং সাহেবের গাড়িটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হল। গাড়ির সামনের সিটটি হারিয়া রিক্সাওয়ালার রিক্সায় লাগলো, ভবানীবাবু গাড়ির পিছনের সিটটি বেঞ্চিতে পেতে রাখলেন খদ্দেরদের বসবার জন্য। হর্নটি দেওয়া হল মেজোমামাকে, পাড়ার আটাকলের হিন্দুস্থানী মালিক ইঞ্জিনটি কিনলেন আটা পেষাই কলের জন্য। কিছুদিন পর কথকের ঠাকুরদার কাছে ইয়াং সাহেবের চিঠি আসে গাড়িটি কেমন আছে জানার জন্য। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন– 'শুনে সুখী হবে যে, নানাভাবে তোমার প্রিয় গাড়িটি এখনও এদেশে যথার্থই সমাজসেবার কল্যাণকর্মে লাগছে। 'বস্তুত, গল্পবলার ধরন, শব্দপ্রয়োগের কৌশল এবং কৌতুকের আবরণে গল্পটি শিশুমনকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় বর্তমান যুগ ও সমাজের বলিষ্ঠ, শক্তিশালী শিশুসাহিত্যিক সবনীতা দেব সেন একেবারে মৌলিক যে গল্পগুলি তিনি লিখেছেন বলা ভালো বলেছেন তা যেমন প্রতিদিনের কথা অন্যদিকে তেমনি তা অপরূপ রূপকথা। শিশুদের মনের মতো করে বলা ও তাদের জগৎকে সমনে তুলে ধরার অসাধ্যসাধনের কাজটি তিনি সহজেই করতে পেরেছেন বলে শিশুদের মন জয় করে নিয়েছেন। রাহুল দাশগুপ্তের ভাষায়– 'মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতায়, আবেগমথিত উন্মোচনের তীব্রতায়, প্রজ্ঞা ও অনুভবের গভীরতায়, শেকড়ের প্রতি নাড়ির টানে, দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের বহুত্বে, আখ্যান কৌশলের অভিনবত্বে, জীবনের নানা অপ্রত্যাশিত মোচড়ে নবনীতার রচনা পাঠকের কাছে এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান দিয়ে যায়।" শিশুদের পত্রিকা 'শুকতারা'র লেখিকা হিসাবে তিনি তাদের উপহার দিয়েছেন বিভিন্ন স্বাদের গল্পকথা। আবার গল্প শোনানোর ছলে জীবনের অনেক গূঢ় সত্যকে তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এইভাবে শিশুসাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন শিশুমননে আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে চলেছেন আজও। আর সেই সম্মানের স্মারকবাহী তাঁর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার। লেখিকাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

তথ্যসূত্রঃ

১) বাংলা উইকিপিডিয়া
২) নবনীতা দেবসেনের শুকতারার সেরা গল্প (দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড)
৩) নবনীতা দেবসেন ছোটদের ২৫ টি সেরা গল্প (দীপ প্রকাশন)
৪) নবনীতা দেব সেনের রূপকথা সমগ্র (পত্রভারতী)